লহমা

টিপু আলম

বিরক্তিতে আশরাফের কপালের ভাঁজ এক দুই করে বেড়েই চলছে। এটা সে টের পাচ্ছে কিন্তু দেখতে পারছে না। সামনে একটা আয়না থাকলে দেখে নিতে পারতো। তার সামনে কোন আয়না নেই। আছে বিশাল এক টিভি স্ক্রিন। সেই স্ক্রিনে এক ধরণের খেলা চলছে। চ্যানেল ঘুরানোর খেলা। রিমোট কন্ট্রোল হাতে সাত/আট বছরের একটি ছেলে সেই খেলার খেলোয়াড়। দেখে মনে হচ্ছে, এতো মজা সে আর কখনোই পায়নি। কিন্তু আশরাফ শিউরে উঠছে। ক্যাবল লাইনে কী-না কী ছবি চলে আসে! পরক্ষণেই তার মনে হলো, ঘাবরাবার কিছু নেই। এরা এ যুগের বাচ্চা। এদের সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া টিভিতে কারো মনোযোগ নেই। সবাই ব্যস্ত গল্প গুজবে।

পার্টিটা কিসের তা অবশ্য আশরাফ এখনো জানে না। না জানলেও নিউ ইয়র্কের কুইন্স ভিলেজে, এ বাড়িটিতে তাকে আসতে হয়েছে। কোন কোন কাজ ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়। অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়। পার্টির পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে ঢেঁকিটা সে পানি ছাড়াই গিলেছে।

এ মুহূর্তে আশরাফের কাছে নিজেকে 'মদন মদন' লাগছে। মদন শব্দটা মাথায় আসতেই সে মনে মনে হেসে উঠে। মদন না-কী প্রেমের দেবতা!

যাক, তুই তাহলে এসেছিস!

হট্টগোলের মধ্যে এই প্রথম একটা পরিচিত গলা শুনতে পেল আশরাফ। সামনে সালমা আজম দাঁড়িয়ে।

সালমা আজমের সাথে আশরাফের পরিচয় ব্ল্যাক আউটের দিন। ম্যানহাটনের ল্যাক্স এন্ড থার্টি নাইন স্ট্রিট। হুড়োহুড়ি আর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে 'এই ছেলে, এই ছেলে' ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। 'এক্সকিউজ মি' 'টেক্সকিউজ মি' না বলে সরাসরি বাংলা!

কিভাবে নিশ্চিত হলেন আমি বাঙালি? তোমার টি-শার্টে বাংলা লেখা দেখে, বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়েছিলেন সালমা আজম। তারপর থেকেই একটু একটু করে সালমা আজমের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয় আশরাফ।

সালমা আজম আজ খুব করে সেজেছেন। এনার্জি সেভিংস লাইটের সাদা আলো প্রসাধনীর প্রলেপে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তার বয়সের বলিরেখা খুঁজে পাচ্ছে না। এ জন্য তাকে বিউটি স্পাতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়েছে। আশরাফ রূপচর্চা বিষয়ক সীমিত জ্ঞান নিয়েই সেটা বুঝতে পারে।

স্প্রিংয়ের মতো একগুচ্ছ অবাধ্য চুলকে চোখের সামনে থেকে বাম হাতে দিয়ে সরাতে থাকেন সালমা আজম। ডান হাত দিয়ে আশরাফকে মৃদু ধাক্কা দেন।

কী-রে! লা জবাব হয়ে গেলি নাকি?

না, মানে আপনাকে দেখছি। খুব সুন্দর লাগছে!

শুধু সুন্দর! আরে বাবা, আরো দুই একটা বিশেষণ-টিশেষণ দিয়ে বল। তবে সাবধান! আমাকে আবার হিন্দী মুভির নায়িকা বানিয়ে ফেলিস না।

আশরাফ মনে মনে হাসে। খাটো হলে রাণী মুখার্জী আর লম্বা হলে বিপাশা বসুর মতো লাগছে! এ ধরণের রেডিমেট কমপ্লিমেন্টস এখানে চলবে না। তার মনের হাসিটা এবার ঠোঁটে চলে আসে।

আপা, আপনাকে আশির দশকের বিমানবালাদের মতো সুন্দর লাগছে।

আশির দশকের! তার মানে আমি ওল্ড ফ্যাশান্ড?

আরে তা হতে যাবেন কেন? বলছিলাম, তখনতো বাংলাদেশ বিমানের ক্যালেন্ডারে বিমানবালাদের ছবি দেখে বুকের ভেতর একটা ধাক্কা লাগতো! আকাশে উড়তে হলে যে 'পরী' হতে হয়- তখন সেটা ছিল প্রমাণিত সত্য। আর এখন? নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটটা চালু থাকলে আপনাকে দেখাতে পারতাম।

এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো গড় গড় করে কথাগুলো বলে আশরাফ নিজেই হো হো করে হেসে উঠে। সেই হাসিতে সালমা আজমও যোগ দেন। হাসিতে একটা হার্ড ব্রেক চেপে আশরাফ হঠাৎ করেই গম্ভির হয়ে যায়।

সেলফোনে আপনার জরুরি মেসেজ পেয়েই চলে আসলাম। একটা আওয়াজ দিবেন না -আপনার এখানে পার্টি? নিজেকে 'ফকির ফকির' লাগছে। কী একটা টি-শার্ট পরে, খালি হাতে চলে এসেছি।

এতো ঝারি মারিস্ না। পার্টির কথা বললে তুই তো আসতি না। পোষাকের দোহাই দিচ্ছিস! ড্রেস কোড না মানায় তুই যে কাজ থেকে ফায়ার হেস্, ভুলে গেছিস?

অভিমান আর দুষ্টমিমাখা কথাগুলো বলে সালমা আজম মিষ্টি করে একটু হাসেন। বোলিং-এ পর্যুদস্ত ব্যাটসম্যানের মতো এদিক-ওদিক তাকায় আশরাফ।

এইসব ফরমাল পার্টি আশরাফের কখনোই ভালো লাগে না। সালমা আজমকে সে কী একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তিনি এখন পাশে দাঁড়ানো এক বান্ধবীর সাথে কথা বলছেন। নতুন প্রেমে পরা মেয়েদের মতো তার আহ্লাদী গলা স্পষ্টই শুনছে আশরাফ।

আর বলিস না। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আজ আমাদের ২০ তম মেরেজ ডে। আমার সাহেবের কান্ডটা দেখ! আমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য কী সব পাগলামী করছে।

মুখে বিরক্তিপ্রকাশ করলেও সালমা আজমের চোখে মুখে আনন্দের ছটা। সারপ্রাইজ পার্টির ব্যাপারটা তার বান্ধবী বিশ্বাস করছে বলে মনে হচ্ছে না। আশরাফের কাছেও ব্যাপারটায় খটকা লাগছে। আগ থেকে কিছু না জানলে তিনি এতো সাজগোজ করলেন কেন? তাছাড়া তিনিই-তো আশরাফকে আসতে বলছেন! এটা কোন প্যাকেজ নাটকের স্যুটিং না তো?

আশরাফ ক্যামেরা প্যান করার মতো করে পুরো লিভিং রুমটায় চোখ বুলিয়ে নেয়। ভাবে, একটু বসার জায়গা পেলে মন্দ হতো না! শেষমেষ সোফার পাশে, মেঝেতে বসে পরে। সোফার হাতলে হেলান দিতে গিয়ে মাথার পিছটায় একটু আঘাত পায়।

ওহ! শিট!

ডান হাত দিয়ে আশরাফ মাথাটা ঘষতে থাকে। 'ফ' এর শব্দ ভান্ডার থেকে আমেরিকানদের প্রিয় শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। তার সব রাগ এবার গিয়ে পরে ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের সোফাটার উপর। পুরো ঘরের আসবাবপত্রের সাথে এই সোফাটা কোনভাবেই যায় না। তারপরও যে কেন সালমা আজম এই আপদটাকে এখানে রেখেছেন সেটাই প্রশ্ন। মনে মনে কটি কারণও সে বের করে।

এক. টাকা পয়সা হলে বাঙালি নিজেদের রাজা-রাণী ভাবতে শুরু করে এবং সেটা বুঝাবার জন্য এই 'রাজকীয়' সোফা। দুই. সেলে সস্তায় পেয়ে লোভ সামলাতে পারে নাই। তার ভাবনাটায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় চিৎকার চেঁচামেচি। সোফায় বসে থাকা গেস্টদের একজন চিৎকার করতে করতে দাঁড়িয়ে গেছে।

আরে মিয়া, আমাদের সময়ে এইটা ঘটছে বইলা এতো বড় গলা করতাছেন! নিজেরা কী করছিলেন ভুইলা গেছেন?

কথার ঢং শুনেই আশরাফ ঘটনা বুঝে ফেলে। এ আর কিছু নয়। বিষয় বাংলাদেশের পলিটিক্স। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে আর এতো আমেরিকা।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে আশরাফ একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করেছে। দুই জন পুরুষ এক সাথে হলে তারা তৃতীয় এক বন্ধুর সমালোচনা শুরু করে। তিনজন পুরুষ এক সাথে হলে আলোচনার বিষয় হয় পরকিয়া। আর তিনের অধিক হলে অবশ্যই দেশী রাজনীতি।

উত্তেজিত গেস্ট মনে হয় চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পরেছেন। তিনি এখন সোফায় বসা। দু'পা তুলে বসেছেন। তার পায়ের মোজা দুটো দুই রং-এর। একটা দূর্গন্ধ আশরাফের নাকে এসে লাগে। গন্ধটা মনে হয় ভদ্রলোকের পায়ের মোজা থেকে আসছে। আশরাফ নাক কুচকে মেঝের দিকে তাকায়। আশরাফের সামনে দিয়ে বেশ উচু হিল পরে কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে। পরনে সালোয়ার-কামিজ। তার মেজাজটা এবার সত্যি বিগড়ে যায়। সবাই যেখানে জুতা বাইরে রেখে ঘরে ঢুকছে সেখানে সে আবার কোন 'এলিজাবেথ'? তাছাড়া আশরাফের মতো অনেকেই মেঝেতে বসে আছে।

আশরাফ মাথা উচুঁ করে। দৃষ্টি স্থির হয় সুন্দর একটি মুখের উপর। সুন্দরী বলে কী মেঝেতে বসে তার জুতোর ধুলা খেতে হবে? সে বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আবিস্কার করে মেয়েটি আসলে খুব খাটো। জুতো খুললে হয়তো তাকে এখন যত আকর্ষণীয় লাগছে- তখন আর লাগবে না। মেয়েটির উপর থেকে তার রাগ কর্পূরের মতো উবে যায়।

পালিয়ে থাকবি কোথায়? তোকে পেয়ে গেছি 'পসরাফ'!

ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে মিঃ আজম আশরাফের দিকে এগিয়ে আসে। হাতে প্লাস্টিকের সাদা ডিজপোজেবল গ্লাস। তাতে কমলা রংয়ের পানীয়। মনে হচ্ছে অরেঞ্জ জুস। ব্যাপারটা আংশিক সত্য। কারণ জুসের সাথে কড়া লিকারও আছে। কড়া লিকারের গুনে আজম সাহেব আশরাফের মিডল নেমটা'র বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। আশরাফ চারিদিকে তাকিয়ে বুঝার চেষ্টা করে কেউ আবার শুনে ফেললো কী-না!

পালিয়ে থাকবো কেন, দুলাভাই!? বেশিক্ষণ ধরেতো আসি নাই।

আমতা আমতা করে কথাগুলো বললো আশরাফ। বলার অবশ্য কারণও আছে। আজম সাহেবের সামনে সে ইচ্ছে করেই পরতে চায় না।

আশরাফ জানে বেসমেন্টে আসর বসে গেছে। এ আসরের মধ্যমণি স্যামস মানে সিরাজ মিয়া। ডাউন টাউনে একটা নামকরা বার-এ বার টেন্ডারের কাজ করেন। আজম সাহেবের ভাষায়, অসাধারণ মাল বানাতে পারে সে। সেটা খেলে মৃত্যুপথযাত্রী ও না-কী দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সালসা ডান্স করবে। তারপর মারা যাবে। সমস্যা হচ্ছে, আজম সাহেব মৃত্যুপথযাত্রী হবার আগেই নাচ শুরু করে দেন। সেই নাচের কোন নামকরণ করা যায় কী-না সেটা সমঝদারদের সাথে আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু তার নাচের শেষ মুদ্রা নিয়ে আলোচনা করতে হয় ডাক্তারের সাথে। বমি-টমি করে আজম সাহেব ঘর-দোর সব একাকার করে ফেলেন। কোন এক থার্টি ফাস্ট নাইটে তিনি নাকী প্যান্ট খুলে সবার সামনে পায়খানা করে দিয়েছিলেন। জাতে মাতাল না হলে এ ধরণের লোকের সামনে সেধে সেধে কে পরতে চায়? আর পরলেও নিজেকে খাঁটি ধার্মিক বলে দাবী করা ছাড়া কোন উপায়ও থাকে না।

আজম সাহেবের সামনে থেকে কীভাবে সটকে পরা যায় সেটাই এখন আশরাফের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়! সেখানে সাক্ষাত দেবীর মতো হাজির হন সালমা আজম।

কি ব্যাপার আজম, তুমি এসব নিয়ে উপরে কেন? আর শোন, আশরাফকে তুমি নিচে নিয়ে যাবে না। ও তোমার এসব পছন্দ করে না। তাছাড়া ও যদি ড্রিংক্স করতে চায় উপরে বসেই করবে। আমি ওর জন্য সে'টা এলাও করব।

আশরাফের জানে যেন পানি এলো। এ পানি সীলগালা করা বোতলের না বুড়িগঙ্গার, সেটা নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। সে সালমা আজমের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আজম সাহেব কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু না বলেই বেসমেন্টের দিকে রওয়ানা দিলেন।

শোন্ আশরাফ, তুই আবার না খেয়ে চলে যাস্ না। তোর অনেক প্রিয় আইটেম আছে। একলা থাকিস্, কী খাস্ না খাস্!

কথা বলতে বলতে সালমা আজম তার স্বামীর পিছন পিছন গেলেন। কোলাহল একদম ভালো লাগছে না আশরাফের। ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দার লাইটটা জ্বলছে না। ছায়ামূর্তির মতো রেলিং-এ হাত রাখে আশরাফ। সীমানা প্রাচীরের গাঁ ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছ। গাছটির ডালপালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখে সে। মনে হচ্ছে, 'আকাশ-সমুদ্রে' জাল ফেলছে কেউ! সেখান থেকে 'তারা-মাছ' ধরা হবে। রাতের এ পরিবেশটা বেশ লাগছে।

আশরাফ জোরে একটা শ্বাস নেয়। শীতটা এবার হঠাৎ করেই এসে যাচ্ছে। দমকা বাতাসটা শীতের চেয়েও সেয়ানা। ঠান্ডাটাকে বেশী করে জানান দিয়ে যাচ্ছে। খালি একটা টি-শার্ট পরে এখানে দাড়িঁয়ে থাকাটা তার উচিত হচ্ছে না। তারপরও নির্জনতা ছেড়ে ঘরের ভেতর যেতে মন চাইছে না।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আশরাফ । কিন্তু লাইটার খুঁজে পাচ্ছে না। লাইটারের জন্য পকেটে হাতরাতে থাকে সে। এদিকে আবার সেলফোন বেজে উঠে। সেলফোনটাও সে খুঁজে পাচ্ছেনা। যতদূর মনে পড়ে প্যান্টের সামনের পকেটে রেখেছিলো। না-কী ভুল করে ঘরের মেঝেতে ফেলে এসেছে? খুব অল্পক্ষণ বেজে সেলফোনের রিংটোন বন্ধ হয়ে গেল।

শেষমেষ আশরাফ সেলফোন আর লাইটারকে আবিস্কার করলো একসাথে। তার প্যান্টের পেছনের পকেটে। সেলফোনটা হাতে নিতেই আবারও রিং বেজে উঠলো। সে খেয়াল করলো, আসলে তার ফোনটা বাজছে না। এমনকি তার ফোনে কোন মিস কলও নেই। সে ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলো।

আরে বলিসনা, কোথাও শান্তি নেই! বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, এখানেও রোমিও এসে হাজির। ডিসগাস্টিং!

আশরাফ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। বারান্দার কোনায় দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে একটি মেয়ে। সেলফোনের নরম আলোতে তাকে চিনতে এতোটুকু অসুবিধা হলোনা তার। কিছুক্ষণ আগেইতো এই মেয়েটিকে সে ঘরের ভেতরে দেখেছে। মেয়েটি হয়তোবা তার আগেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। আশরাফ খেয়াল করেনি। সে ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে চাইলো। সহজ ভঙ্গিতে বললো-

ওহ্ আপনি?

ওহ আপনি, মানে কি?

চিলের মতো ছোঁ মেরে আশরাফের মুখের কথা কেড়ে নিলো মেয়েটি।

এখন একটি গল্প ফাঁদবেন ? আপনাকে কোথায় যেনো দেখেছি! আপনাকে চেনা চেনা লাগছে! ব□া ব□া ব□া !

আশরাফ কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এসব কী হচ্ছে? মেয়েটা অকারণে ক্ষেপে যাচ্ছে কেন? সে তার পাকা ধানে মই দেয়া দূরে থাক, টোকাও দেয়নি। তাকে সে চিনেও না। তবে মেয়েটির গলা আশরাফের কাছে বেশ পরিচিত লাগছে। মেয়েটির গলা কী তাহলে জিপিএস-এর ডাইরেকশন বলে দেয়া মেয়ে-কন্ঠটির মতো ? 'মেক এ রাইট, দেন লেফট অন ব্রডওয়ে' টাইপের। এমনও হতে পারে, মেয়েটির সাথে তার কখনও কথা হয়েছে। দেখা না হলে অপরিচিতের সাথে কথা হবে কেমনে? মেয়েটোতো আর কোন কাস্টমার কেয়ার সার্ভিসে কাজ করে না যে, ফোন করলেই অফিশিয়াল গলায় বলবে– 'মে আই হেল্প ইউ স্যার'।

কি ব্যাপার, চুপ করে আছেন কেন? সুন্দরি মেয়েদের সামনে এলে সব গুলিয়ে যায়?

প্রশ্নটা শুনে আশরাফ একটু বিব্রত বোধ করছে। তার চেহারায়ও সেটা ফুটে উঠেছে। আচ্ছা, বিচারকেরা যখন মামলা নিয়ে বিব্রত বোধ করেন, তখন কি তাদের চেহারার এক্সপ্রেশনেও এমন পরিবর্তন হয়?

এসব কী ভাবছে আশরাফ? কী এক সমসস্যার মুখোমুখি হলো সে ! মেয়েটির সাথে কথা বললেও দোষ, না বললেও দোষ। এ যেনো শঁখের করাত! সব দেখে মনে হচ্ছে, করাতটা কাস্টম মেড। সে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েটিকে উল্টোপ্রশ্ন করে।

আপনি আমাকে কিভাবে চেনেন?

এ ধরনেরপ্রশ্নের জন্য মেয়েটি মোটেওপ্রস্তুত ছিলো না। যতোটা রাগী, ততোটা অবাক করা গলায় বললো, এক্সকিউজ মি!

না, ঐ যে আপনি ফোনে কাকে জানি বললেন, রোমিও আপনার পিছু নিয়েছে। আমার নাম যে রোমিও, সেটা আপনি জানলেন কি করে?

আপনার নাম রোমিও?

জ্বি। আমার দাদা নামটা রেখেছেন। সম্ভবত: কলকাতার কোন একটা মঞ্চে রোমিও জুলিয়েট দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুসলমান ছেলের এই

নাম রাখা যায় কি না, তা নিয়ে আমার দাদীর আপত্তি ছিল। শেষে দাদাজান দুইটা ছাগল দিয়ে আকিকা করে নামটা ফাইনাল করেন। একটা ছাগল ছিলো কালো। আরেকটি লাল। ক্রিমসন রেড।

আপনি আমার সাথে ফাজলামি করছেন?

প্রশ্নই উঠেনা। আমি অসুন্দরী মেয়েদের সাথে ফাজলামো করি না।

আমি আগলি? হাও ডেয়ার ইউ আর!

মানে বলছিলাম, সাজতে না জানলে সুন্দরীরাও অসুন্দরী হয়ে যায়।

হোয়াট ! হোয়াট ডু ইউ মিন ?

রাগে মেয়েটির মুখের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আশরাফ খেয়াল করলো, লাইট জ্বালানো না থাকলেও বারান্দাটাকে আর অন্ধকার মনে হচ্ছে না। পাশের বাড়ির কোন জানালার আলো এসে পড়েছে। ধার করা আলো। তবে ফেরত দিতে হবে না। সেই আলোতে একটি রাগী সুন্দর মুখ। পোর্ট্রেইট হিসেবে অসাধারণ! আশরাফ মেয়েটিকে আরেকটু রাগাতে চায়। সে আচমকাই জিজ্ঞেস করে-

বাড়িতে আয়না আছে?

ইউ আর টু মাচ! ইউ গাইজ আর ফ্রিকিং মিন!

মেয়েটি আসলেই প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছে। আশরাফ খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো,

আয়না থাকলে টিপটা কপালের মাঝখানে না পরে একটু ডানে পরেছেন কেন?

আশরাফের কথা শুনে মেয়েটি মনে হয় একটু দমে গেলো। কপালটা কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করলো কথার সত্যতা। সে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলো।

আপনি চাইলে কপালে হাত দিয়ে দেখতে পারেন।

আমি কী করবো, সেটা আশা করি আপনাকে বলে দিতে হবে না। দেখুন মিস্টার, আপনি কিন্তু আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বদার করছেন। টিভির উল্টোদিকটায় বসেছিলাম। দেখলাম, আপনি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। একটু আড়ালে গিয়ে বসলাম। তখন দেখি আপনি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। ঘর থেকে যখন বের হলাম, তখন আপনি উঠে দাঁড়িয়ে পিছু নিলেন। এখন বরারান্দায় এসে উল্টাপাল্টা বকছেন। ইউ নো হোয়াট, ইট্স্ এনাফ।

আশরাফ হাসবে না কাঁদবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার কাছে এখন পুরো বিষয়টি পরিস্কার। ফিটকিরি দেয়া পানির মতো পরিস্কার। রিমোট কন্ট্রোল হাতে বসা ছেলেটির পাশেই তাহলে মেয়েটি বসেছিল। আর ভেবেছে আশরাফ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরের ঘটনাপ্রবাহতো এয়ারপোর্টের রানওয়ের মতো সোজা।

আশরাফ হো হো করে হেসে উঠলো। টেলিভিশনের ফানি শোগুলোতে রেকর্ড করা হাসি পেস্ট করা হয়। আশরাফের হাসি সেরকম শোনাচ্ছে। সে হাসি থামালো।

দেখুন, আপনি ভুল করছেন।

আশরাফের কোন কথা না শোনেই মেয়েটি দরজা টেনে ঘরের ভেতর চলে গেল।

আশরাফ জানে, মেয়েটি এখন সোজা যাবে ওয়াশ রুমে। আয়নায় নিজের মুখটা দেখবে। কপালের টিপটা ঠিক করবে। মনে মনে তাকে একটা থ্যাংকস্ও দেবে। ঘরের ভেতর থেকে হাততালির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেক কাটার পর্বটা মনে হয় শেষ হলো। আশরাফ একটা সিগারেট ধরায়।

আশরাফ পর পর তিনটা সিগারেট শেষ করে ফেলে। সে এখন বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি ঘরে ঢোকার দরজা। ক্যাচ করে দরজাটা খুলে গেল। আশরাফ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কেন এমন হলো, সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। দরজা ঠেলে সালমা আজম বের হলেন। হাতে একটা ছোট প্লেট। তাতে এক টুকরো কেক। পাশে একটা কাঁটা চামচ।

আশরাফ, এটা কোন কাজ করলি? কেক কাটার সময় তুই থাকলি না!

আসলে হয়েছে কী আপা, কাল অনেকগুলো কাজ। তাই মনে মনে আগ থেকে সবকিছু ঠিক করে রাখছিলাম।

সালমা আজম আশরাফের কোন অজুহাত শুনছিলেন বলে বলে মনে হলো না। তিনি আশরাফের এক হাতে কেক, আর অন্য হাতে কাঁটা চামচ ধরিয়ে দিলেন।

কেক কাটার সময় ওখানে থাকলে খাইয়ে দিতাম। এখন নিজের হাতে খা।

সালমা আজম কথাটা মুখে বললেন ঠিকই। কিন্তু কোন কিছু বুঝার আগেই কেকের টুকরোটা আশরাফের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। আশরাফ জানে, নিঃসন্দেহে এই মহিলার চোখে পানি এসে যাচ্ছে এবং সেটা তিনি আড়াল করতে চান। সে ইচ্ছে করেই বলে-

আপা, সারা মুখেতো কেক লাগিয়ে দিলেন! ন্যাপকিন কই?

তাইতো!

সালমা আজম দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। আশরাফ বুঝতে পারে, সালমা আজম এখন আঁচলে চোখ মুছছেন। সে আকাশের দিকে তাকালো।

আকাশ থেকে এই মাটি পর্যন্ত শুধু মায়া আর মায়া।

আশরাফ, এই নে তোর ন্যাপকিন আর এই নে পানি।

সালমা আজমের গলা শুনে আশরাফ পেছন ফেরে।

আপা, আপনি কষ্ট করে এগুলো আনতে গেলেন কেন? আমিইতো ভেতের যাচ্ছি!

সালমা আজমের হাত থেকে পানির গ্লাসটি নেয় সে।

এতো বকবক করিস্ না। একটা কাজ করে দে। একজনকে একটু লং আইল্যান্ডে ড্রপ করে আয়।

কাকে?

আশরাফ পানি খাওয়া শেষ করে। ডিজপোজেব্ল্ গ্লাসটা পাশের গার্বেজ ক্যান-এ ফেলে।

বর্ণাকে। কলেজের কী একটা পেপার ডিউ আছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। ওর একটা ফ্রেন্ডের পিক করার কথা ছিলো। কিন্তু এখন নাকি সে ফোনই ধরছে না। বলছে তো ফ্রেন্ড! কিন্তু যেভাবে মুখ ভাড় করে বসে আছে, তাতে মনে হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড-টয়ফ্রেন্ড হবে। তোদের এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভাব-ভঙ্গি কিছু বুঝিনা!

আপনার না বুঝলেও চলবে। তা বর্ণাটা কে আপা?

ওহ, তোর সাথে মনে হয় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় নাই। ঐ যে, সুন্দর করে মেয়েটা। এতো কথা বলিসনাতো, চল্, ভেতরে চল।

সালমা আজম এক প্রকার টানতে টানতে আশরাফকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বেশিদূর যেতে হলোনা। বর্ণাকে লিভিং রুমেই পাওয়া গেল। আশরাফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সালমা আজম সে সুযোগ দিলেন না।

শোন বর্ণা, আমার এই ভাইটি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তোমার মাকে ফোন করে দাও যেনো চিন্তা না করেন।

ভাবি, আমিতো রোমিওর সাথে যাবো না।

রোমিও! রোমিও কে?

সালমা আজম বেশ অবাক হন। অবাক হলে তার চোখ পিটপিট করতে থাকে।

কেন, উনার নাম রোমিও না?

নাহ! তুমি ওকে চেন নাকি? ওর নামতো আশরাফ। আমরা আদর করে বলি পসরা... , মানে গন্ধযুক্ত আশরাফ!

আশরাফ মৃদু আর্তনাদের মতো করে উঠে, আপা!

এরপর একটু থেমে বলে-

বিমানবালা বলে আপনাকে যে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলাম, তা প্রত্যাহার করলাম।

তুই এতো কিপটা হলি কবে থেকেরে আশরাফ? দেয়া জিনিস ফেরত নিচ্ছিস! তুই তো দিন দিন 'চিঙ্কু' হয়ে যাচ্ছিস। কবে যে দেখবো চাইনিজদের মতো তোর চোখও ছোট হয়ে গেছে।

সালমা আজম হাসতে থাকেন। আশরাফ তাকায় বর্ণার দিকে। মেয়েটার সাথে বারান্দায় কতো কথা হলো, অথচ ওর নাম যে বর্ণা-সেটা এইমাত্র জানলো। বর্ণা বোধ হয় এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলো।

তা আশরাফ সাহেব, আপনার গন্ধযুক্ত নামটা রাখার সময় আপনার দাদাজান কয়টা ছাগল দিয়ে আকিকা দিয়েছিলেন?

না ছাগল না, আকিকা দিয়েছিলেন ভেড়া দিয়ে। ভেড়ার মাংসে গন্ধ থাকে, আমার নামেও গন্ধ। গন্ধে গন্ধে কাটাকাটি।

সালমা আজম একবার আশরাফের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার বর্ণার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

আমিতো তোদের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝছি না! যা-তো আশরাফ, ওকে দিয়ে আয়। তুই না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু খাবো না। আর শোন বর্ণা, আমাদের আশরাফ কিন্তু খুব গুণী ছেলে।

বর্ণা হাসলো। বড্ড শুকনো সে হাসি।

আশরাফ সালমা আজমের বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটছে। তার গাড়িটা বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে পার্ক করা। তার সাথে সাথে হাঁটছে বর্ণা। বর্ণার গায়ে এখন একটি কালো চাদর। দুজনে হাঁটছে, কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। আশরাফ জানে, লেডিজ ফার্স্ট কথাটা মেয়েরা সুযোগ বুঝেই বলে। সে-ই শুরু করে।

তা বর্ণা, কোথায় পড়ছেন?

কিউনিতে।

কিউনি'র আন্ডারে তো অনেকগুলো কলেজ, আপনি কোন কলেজে?

বর্ণা কোন জবাব দেয় না। আশরাফ বুঝতে পারে, মেয়েটা তার সম্পর্কে আর কিছুই জানাতে চায় না। সেও আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করে। রিমোট-এর বোতাম টিপতেই গাড়ির ডোর-লক খুলে যায়।

আশরাফ তার কালো নিশান মোরানোর ড্রাইভিং সিটে বসে। স্টার্ট দেয়। তারপর ডানে একটু কাৎ হয়ে ভেতর থেকে পাশের দরজা খুলে দেয়। সে ব্যাক মিররে খেয়াল করে, বর্ণা গাড়ির পেছনের দরজা খুলছে। একটু রাগী স্বরে আশরাফ বলে উঠে,

এক্সকিউজ মি মিস্! আই অ্যাম নট ইউর ড্রাইভার। প্লিজ কাম টু দ্যা ফ্রন্ট।

বর্ণা যেন একটু হতচকিত হয়ে পড়ে। দ্রুত সামনের সিটে এসে বসে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

সরি, ক্লাসের একটা এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই ভুল করে পেছনের সিটে বসতে যাচ্ছিলাম!

ইট্স্ ওকে!

আশরাফ গিয়ারটা ড্রাইভে দিয়ে দ্রুত গেস-এ চাপ দেয়। গাড়ি হিলসাইড অ্যাভিনিউ ধরে লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেস ওয়ের দিকে ছুটে চলে। সে গাড়ির অডিও অন করে আইপডের প্লে বাটনে চাপ দেয়। লো-ভলিউমে বাঙলা গান বাজতে শুরু করে। ব্যান্ডের পুরানো গান।

আশরাফ ঠিক ব্যান্ডের নামটা মনে করতে পারছে না। একবার ভাবে, বর্ণাকে জিজ্ঞেস করা যায়। আবার ভাবে, এ মেয়েকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে হিন্দি আর ইংরেজি গান ছাড়া কিছুই শুনে না। আবার তার ধারণা ভুলও হতে পারে। আশরাফ কথা শুরু করার প্রসঙ্গ খুঁজে পায়।

এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কি জানি বলছিলেন?

নাহ্, মানে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে একটি পেপার তৈরি করছি। প্রফেসর একজনের একটা ইন্টারভিউ করতে বলেছিলেন।

আশরাফ খেয়াল করলো, বর্ণা কথা বলছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। সে আর কথা বাড়ালো না। গানের ভলিয়াম একটু বাড়িয়ে দিলো, সাথে গাড়ির গতিও। সে চলছে লেফ্ট লেন দিয়ে সত্তর মাইল বেগে। বর্ণা আশরাফের দিকে তাকাল।

শুনুন, আমার এক্সিট কিন্তু ফরটি এইট।

বর্ণার দৃষ্টি এবার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে। ঘড়ির দিকে।

ওহ্ মাই গশ! দশটা দশ বেজে গেছে। ড্যাম!

আশরাফ বর্ণার দিকে তাকাল। মুখটাকে যেনো কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে!

এনিথিং রং, বর্ণা?

ইয়ে মানে দশটায় একজনকে ফোন করার কথা ছিলো। এখনতো দশটা দশ!

ওহ্, আমার গাড়ির ঘড়ি দেখেছেন? ওটা বারো মিনিট ফার্স্ট।

ওফ, থ্যাংকস্ গড! কাল আর্কিটেক্টের ইন্টারভিউটা না করতে পারলে আমার পেপারের বারোটা বেজে যেতো! উনি রাত দশটায় ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কনফার্ম করতে বলেছিলেন। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। ইয়াং হিসেবে খুব নাম করেছেন।

কথাটা শুনে আশরাফ একটু নড়েচড়ে বসে। ঘাড় কাৎ করে বর্ণাকে এক পলক দেখে নেয়। মনে মনে কী যেন ভাবে।

কি নাম আর্কিটেক্টের?

কেন? আপনি কাউকে চেনেন নাকি এই সেক্টরের?

এই দুই একজন বাঙালিকে চিনি।

নাহ্, উনি কোন বাঙালি-টাঙালি হবেন না। নাম মোহাম্মেদ আব্বাস। আরব বংশোদ্ভূত হবেন হয়তো। তবে ফোনের ভয়েস শুনে কিছু বুঝা যায় না।

আমি শিওর উনি বাঙালি।

আশরাফের মুখে চোরা হাসি।

হুম, আপনাকে বলেছে! বর্ণার মুখে হাসি, তবে তা বিদ্রূপাত্মক।

দেখুন, আমি পীর বংশের ছেলে। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

ওহ্! তাই নাকি! তাই বুঝি সালমা ভাবী বললেন, আপনি অনেক গুণী?

বর্ণা একটু থামে। সে এতোক্ষণ কথা বলছিলো সামনের দিকে তাকিয়ে। এবার তাকালো আশরাফের দিকে।

শুনুন আশরাফ সাহেব, আপনার চাপাবাজিটা একটু থামান। দশটা বাজে। আমাকে এক্ষনি ফোন করতে হবে। গানটা একটু অফ করলে ভালো হতো। আর দয়া করে আমি কথা বলার সময় কোন ফোন রিসিভ করবেন না, প্লিজ!

রিংগার অফ করে দিব?

লাগবে না। থ্যাংকস্!

বর্ণা তার হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে সেলফোনটা বের করে। টাচ্ স্ক্রিনে আলতোভাবে তার আঙুলের স্পর্শ বুলায়। তারপর কানের কাছে ধরে। রিং হচ্ছে।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়- কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই মনে হয় তখনই আশরাফের সেলফোনটা বেজে উঠে। বর্ণা বিরক্তি

নিয়ে আশরাফের দিকে তাকায়। আশরাফ তার কলটা কেটে দেয়। বর্ণা কানের কাছে ফোনটা ধরে আছে। একসময় কানের কাছ থেকে সরিয়ে স্ক্রিনটার দিকে তাকায়। অস্পষ্ট স্বরে বলে, মনে হয় উনি এখন ব্যস্ত!

বর্ণার কথাটা শেষ না হতেই আশরাফ বলে উঠে-

আরেকবার কল করেন, আমি শিওর পাবেন।

বর্ণা আশরাফকে কঠিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। আশরাফ দ্রুত লেন চেন্স করে রাইট লেনে চলে আসে। রাইট ইনডিকেটর দিয়ে ফরটি এইট এক্সিট নেয় সে। তাকায় বর্ণার দিকে।

এবার বলুন কোন দিকে যাব?

লাইটে রাইট করে স্ট্রেইট যান, প্লিজ!

ও কে।

আশরাফ লোকাল স্ট্রিট ধরে এগুতে থাকে।প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ। বাম পাশে একটা গ্যাস-ষ্টেশন। খাঁচঘেরা ঘরে বসে দোকানি ঝিমুচ্ছে। তার ঝিমুনি দেখে আশরাফের ও একটু ঘুম ঘুম লাগে! কে জানি বলেছিল, ঘুম আর কান্না সংক্রামক!

এ মুহূর্তে আশরাফের কফির তৃষ্ণা পাচ্ছে। সামনে একটা 'ডানকিন ডোনাটস' দেখে ঢুকে পরা যায়। কফির প্লানটা আপাততঃ বাদ দেয় সে। ফেরার সময় হলেই চলবে।

এক্সিউজ মি! এখানেই রাখেন।

বর্ণার কথা শুনে আশরাফ গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়।

বর্ণা, এখানেতো দেখছি সব দোকানপাট! আপনার বাসা কোনটা?

এখান থেকেই আমি হেঁটে যেতে পারব। জাস্ট পুল ওভার দ্যা কার।

আশরাফ সারা রাস্তা ভেবেও মেয়েটির সমস্যাটা ঠিক কোথায় তা বের করতে পারেনি। এখন আর তা নিয়ে ভাবতে চাইছে না সে। বাস স্ট্যান্ডের কাছে গাড়ি থামায়। ডোর আনলক করে। সে বর্ণাকে দেখে।

বর্ণা সিট-বেল্ট খুলে নামার জন্য রেডি। আশরাফ জোড়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। বর্ণা আশরাফের দিকে তাকায়। করপোরেট অফিসের রিসেপশনিষ্টের মতো মুখে কৃত্রিম হাসি জুড়ে দিয়ে বলে, থ্যাংক ইউ!

ইউ ওয়েলকাম!

আশরাফ গাড়ি থেকে বর্ণার নেমে যাওয়া দেখছে। বর্ণা বাম হাতে গাড়ির দড়জা বন্ধ করে। ডান হাত দিয়ে ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করছে। আশরাফ ব্রেক থেকে পা উঠিয়ে গেস-এ চাপ দেয়। সে বর্ণাকে 'বাই' বলে। রিহানা সাত্তার বর্ণার সেই দিকে খেয়াল নেই। তার ডান হাতে সেলফোন। বর্ণা মোহামেদ আব্বাসের নাম্বারে রি-ডায়াল করে। রিং হচ্ছে। ওপাশ থেকে মোহামেদ আব্বাসের কন্ঠ।

হ্যালো !

ও হাই! হাউ আর ইউ? ইটস মি, রিহানা। কিউনি গ্র্যাড স্টুডেন্ট। ইউ গেভ মি ইউর সেল নাম্বার টু..

মোহামেদ আব্বাস বর্ণাকে থামিয়ে দেয়।

আই নো। সো হাউ আর ইউ?

আই'ম ফাইন। থ্যাংকস ফর আসকিং। অ্যাকুয়্যালি আই কলড্ ইউ এট টেন । বাট ইউ ডিডন্ট অ্যানসার!

ও ইয়া! আই হ্যাড টু হ্যাং আপ ! এন্ড ইউ নো হোয়াট ? আই ডিড দ্যাট বিকজ অফ ইউ!

মোহামেদ আব্বাসের কথা শুনে বর্ণা বেশ অবাক হলো! সে বর্ণার ফোনটা রিসিভ না করে তখন কেটে দিয়েছিল! এখন বলছে, বর্ণার জন্যই বর্ণার ফোনটা কেটে দিয়েছিল! মাথায় তার কিছুই ঢুকছে না! বর্ণা কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না! বর্ণার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে মোহামেদ আব্বাস প্রশ্ন করলো,

হোয়াট হেপেন্ড, বর্ণা?

বর্ণার অবাক হবার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মোহামেদ আব্বাস তাকে নিক নেমে ডাকছে। বর্ণার নিক নেম তার জানার কথা নয়। এমনকি কলেজের অনেক বন্ধুরাও বর্ণা নামটা জানে না।

অবাক হবার কিছু নেই! আমি মোহামেদ আশরাফ আব্বাস। সাবধানে বাসায় যাবেন! আর কাল অফিসে দেখা হচ্ছে।

বর্ণা সেলফোন হাতে কিছুক্ষণ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। নিজের কানকে সে অবিশ্বাস করে কীভাবে! সে তাড়াতাড়ি ঘুড়ে দাঁড়ালো! ততক্ষণে আশরাফ ইউ টার্ন করে রাস্তার ওপাশে চলে গেছে। বর্ণা বুঝতে পারছে তার গাল দুটো আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। লজ্জা পেলে তার এমনটি হয়।